بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
১৮ মে ২০২৬

বাণী

বাংলাদেশ মহিলা জাজেস অ্যাসোসিয়েশনের (BWJA) ৩৫তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসনের ফলে দেশের আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফ্যাসিবাদের অবসানের পর দেশে গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন আর কখনো স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদের পুনরাবির্ভাব না ঘটে, সেজন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে আইনের শাসন কেবল কাগজে-কলমে নয়, বাস্তব জীবনেও প্রতিফলিত হবে।

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিচার বিভাগে নারী বিচারকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

বাংলাদেশের নারী বিচারকগণ তাঁদের মেধা, সততা, দক্ষতা ও সাহসিকতার মাধ্যমে অধস্তন আদালত থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পর্যন্ত বিচার বিভাগের প্রতিটি স্তরে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

বিচারিক কার্যক্রমে আপনাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সংবেদনশীলতা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে আরও সুদৃঢ় করছে। পারিবারিক, জেন্ডারভিত্তিক ও পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট বিচারিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন অপরাধের সুষ্ঠু বিচারে আপনাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক অঙ্গন এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও বাংলাদেশের নারী বিচারকগণের গৌরবোজ্জ্বল অংশগ্রহণ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

নারী বিচারকদের বৈশ্বিক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেন জাজেস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে আপনাদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও আইনি উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান সরকার একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, যেখানে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারই হবে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। এ লক্ষ্য অর্জনে বিচারক হিসেবে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের পেশাদারিত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। কোনো ভয় বা চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে বিচারকগণ ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে আইনের শাসন সমুন্নত রাখবেন, এটাই দেশের মানুষের প্রত্যাশা।

আমি 'বাংলাদেশ মহিলা জাজেস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সকল মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তারেক রহমান